প্রতিষ্ঠাতা- মীর আব্দুল ওয়াহেদ (টি.কে)
প্রাচ্যের ড্যান্ডিখ্যাত
নারায়ণগঞ্জ জেলা,

সম্পূর্ন ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য নিয়ে গঠিত এ জেলা, বৃটিশ শাসনামলে উন্নত মানের 'নীল চাষ' হতো বলে এ অঞ্চলকে Good Neil বলা হতো এ থেকেই গোদনাইল গ্রামের নামকরণ। কালের অগ্রযাত্রায় নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় এক ঐতিহ্যবাহী পরিবার ছিল "মীর পরিবার"

পদমর্যাদায় পরিপূর্ণ এ পরিবারের কর্ণধার **একতার মীরের** একমাত্র পুত্র **করিম বকস মীর**। বিশাল সম্পদ ও সাম্রাজ্যের অধিকারী তৎকালীন মুসলিম পরিবারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও প্রভাবশালী ছিল। তাদের উৎকর্ষ মন্ডিত সম্পদের হিসেবের জন্য ঘোড় সওয়ারের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বিশাল রাজ্যে দেখার জন্য ছিলনা কোন বংশ উত্তব। বহু প্রতিক্ষা ও সাধনার ফলে ১৮৯৩ইং সালে মা **আয়তন বিবির** ঘরে কোল আলোকিত করে এলো একমাত্র পুত্র **ওয়াহেদ আলী মীর** (মীর আব্দুল ওয়াহেদ টি.কে) বাবা-মায়ের একমাত্র আদরের লালিত পুত্র শৈশব থেকেই ছিল খেয়ালী ও একরোখা। এন্ট্রাস পাশ করা এ খেয়ালী পুত্র ছুটে বেড়াত এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে।

কিশোর কাল থেকেই ছিল জনদরদী, দেশপ্রেমিক, দায়িত্ববান, নিরহংকার। কালো বর্ণের ছিমছাম দেহের অধিকারী এই মহান ব্যক্তির নিজ দেশ ও এলাকার মানুয়ের প্রতি মমত্ববোধ প্রানান্ত উদ্যোমী ভালবাসা ছিল। দো-হাত ভরে দান করতেন অসহায় মানুষ ও সমাজ সংস্কারে।

আনুমানিক ১৯৩৪ সালে বৃটিশ শাসনাধীন মানুষ ছিল কুসংস্কারচ্ছন্ন, ভ্রান্ত ধারনা, নিপীড়ন সীমাহীন জীবন সংগ্রামে মানুষ যখন ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় আলোর বর্তিকা নিয়ে পথ প্রদর্শক হয়ে এগিয়ে এলেন **মীর আব্দুল ওয়াহেদ**। তিনি অনুভব করতে পারলেন নিজ এলাকার বিস্ময়কর উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য শিক্ষার বিকল্প কিছুই হতে পারে না এ লক্ষ্যে কিছু সাদা মনের জ্ঞানভান্ডারদের সহযোগীতায় নিজ বাড়িতে (মীর পাড়া) 'তেতুলতলা' গড়ে তোলেন একচালা টিনের ঘর। অল্পসংখক ছাত্র নিয়ে শুরু হলো শীতলক্ষ্যা নদীর তীর ঘেরা সেই মীর বাড়ির পাঠশালা। কিছুদিনের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা, প্রচার প্রসার বেড়ে, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অসংখ্য ছাত্র এগিয়ে এলো। সেই সময় ডেমরা, কাঁচপুর, ভূঁইগড়, দেলপাড়া, জালকুঁড়ি, লক্ষণখোলা, কুতুবপুড় সহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে ছুটে আসে এই মহান মীরের স্কুলে। বয়োবৃদ্ধ সম্মানিত ব্যক্তিগন এখনো

"মীরের স্কুল" নামেই চিনে।

বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর ১৯৫০ সালে এই মীরের স্কুল স্বীকৃতি লাভ করে। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় ১৯৬৩ইং সন ১৮ই অক্টোবর রোজ শুক্রবার বেলা ২.৩০মিঃনিজস্ব ৩বিঘা জমির উপর স্থানান্তর করে এর নাম করণ করা হয় "গোদনাইল উচ্চ বিদ্যালয়" শ্রমিক অসহায় দিনমজুর, নিরক্ষর মানুয়ের কথা বিবেচনায় বিদ্যালয়টি ৩টি শাখায় প্রশারিত করা হয়।

১. মেয়েদের জন্য প্রভাতী শাখা।
২. ছেলেদের জন্য দিবা শাখা।
৩. শ্রমিকদের জন্য নৈশ শাখা।

প্রাথমিক ভাবে বিদ্যালয়টি তৃতীয় শ্রেণি থেকে পাঠদান শুরু করে পরবর্তী পর্যায়ে পাশেই প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে অত্র বিদ্যালয়টি ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে কার্যক্রম শুরু করে। নৈশ ও দিবা শাখায় তখন শিক্ষকতায় এগিয়ে আসেন জনাব ওয়াব মাষ্টার, জনাব আবেদ আলী সাউদ, জনাব কমর আলী মাষ্টার, জনাব আশেক আলী মাষ্টার, জনাব মীর মোশাররফ হোসেন ও জনাব এ.বি.এম সিদ্দিক মাষ্টার প্রমুখ ব্যাক্তিবর্গ।

ছোট খাট গড়নের ব্যক্তিটির প্রভাব প্রতিপত্তি এতই ছি যে, সে সময় অত্র অঞ্চলে কোন প্রশাসনের লোক তাঁর অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করতে পারতো না। বরং কঠোর বুদ্ধি, মেধা ও মননশীলতা দিয়ে এলাকার সকল সমস্যা নিজেই সমাধান করতেন।

বিদ্যালয় নিয়ে ছিল তাঁর বর্নাঢ্য চিন্তা চেতনার বিস্তরন। এ লক্ষ্যে ডি.এন.ডি বাধের ভিতরে আরো (পাঁচ) ৫বিঘা জমি বিদ্যালয়ের নামে হস্তান্তর করে তা লিখে দেন। জীবদ্বশায় তিনি শিক্ষক ও অসহায় মেধাবী ছাত্রদের বিনা অর্থে তাঁর বাড়িতে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

বিদ্যালয়টি শুধু গৌরবউজ্জ্বল ইতিহাসই নয়, রয়েছে এর সুনাম ও সুখ্যাতি বর্তমানে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারী সংখ্যা ২৫ জন, ছাত্র সংখ্যা ১০০০ এর উপরে। দক্ষ প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা ও কার্যকরী পরিষদের দ্বারা বিদ্যালয়ের ফলাফল , কর্মদক্ষতা আশে পাশের বিদ্যালয়ের তুলনায় অনেকগুন উর্ধ্বে। শুধু পড়াশুনায় নয় বিভিন্ন উন্নয়ন ও সংস্কামূলক কার্মকান্ডে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। ১৯৫২সালে ভাষা শহীদদের স্মরণে প্রথম শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয় এই বিদ্যালয়ে এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে অসংখ্য ছাত্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। তারমধ্যে শহীদ হয় সম্মুখযুদ্ধে কুমিল্লা চৌদ্দগ্রাম এর **'বেতিয়ারা'** নামক স্থানে শহীদ "শহিদুল্লা সাউদ" (১০ম শ্রেণির ছাত্র) এ ছাড়া ও বিদ্যালয়ের বহু গুনমুগ্ধ ছাত্র/ছাত্রী সুনামের সাথে বাংলাদেশের ভিতরে ও বাহিরে ছাড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন হলো- সাবেক প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার মূখ্য সচিব জনাব কামাল আব্দুল নাছের চৌধুরী, সাবেক এম.পি জনাব আলহাজ্ব মোঃ গিয়াসউদ্দীন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ীক ও শিল্পপতি আর.কে গ্রুপের মালিক আলহাজ্ব হামিদ মোল্লা, শিল্পপতি আ ঃরব, মাদ্রাসা বোর্ডের মহা পরিচালক মোঃ বিল্লাল হোসেন, ঢাকা জুনের ডি.আই.জি কামাল হোসেন, শিল্পপতি সফর আলী ভূঁইয়া, হাজেরা রফিক(প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বিবি, মরিয়ম স্কুল), জনাব হাবীব তৌহিদ ইমাম (দুদক কর্মকর্তা), মুক্তিযুদ্ধকালীন কমান্ডা মীর মোশারফ হোসেন (বীর মুক্তিযোদ্ধা), জনাব ড. হালিমা সুতানা বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ইউনির্ভাসিটি অব ফ্লোরিডা, আমেরিকা), জনাব বীরমুক্তিযোদ্ধ শাজাহান ভূঁইয়া জুলহাস (মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড, নারায়ণগঞ্জ সদর), জনাব বীরমুক্তিযোদ্ধ মোহর আলী, বীরমুক্তিযোদ্ধা কামাল হোসেন, জনাব মতিন প্রধান (সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান), মনোয়ারা বেগম (সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর), বীরমুক্তিযোদ্ধা মাসুদা সুলতানা (একমাত্র মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সিদ্ধিরগঞ্জ থানা) সহ আরো গুনমুগ্ধ ব্যক্তিবর্গ।

জীবদ্দশায় তিনি ৪ পুত্র ৫ কন্যা রেখে যান। দানবীর ব্যক্তি শুধু এই বিদ্যালয়টিই দান করেননী তিনি বহু সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিলেন।

- তিনি নারায়ণগঞ্জ হোমগার্ড প্রতিষ্ঠাতা,
- নারায়ণগঞ্জ আনসার প্লাটুন কমান্ডার,
- নারায়ণগঞ্জ সিভিল ডিফেন্স পোষ্ট গার্ডেন-(সি-৫)
- গোদনাইল ৮৬ নং সরকারী প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা
- গোদনাইল ৮৭ নং সরকারী প্রাথমিক বালক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা
- গোদনাইল বাজার জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা
- গোদনাইল বার্মাষ্টান কবরস্থান দাতা মোতাওয়ালী
- গোদানাইল সিদ্বিরগঞ্জ থানা ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট (অ-বিভক্তি সময়)

এছাড়াও বিভিন্ন রাস্তাঘাট, কালভার্ট ও সামাজিক কর্মকান্ড ছিল তাঁর বিশাল অবদান। এই মহান দানবীরকে তৎকালীন পাকিস্থানের গর্ভনর মোনাইম খান তাঁকে **টি.কে** উপাধি দিয়েছেন অর্থাৎ **'তকমায়ে খেদমত'** বাংলা অর্থ - জনগনের সেবক।

দানবীর মহান ব্যক্তি ১৯৬৯ সালে ২৫শে নভেম্বর ১৩৭৬বাংলা ১০ই অগ্রহায়ণ ১৪ই রমজান ইহলোক ত্যাগ করেন এবং গোদনাইল বাজার মসজিদ সংলগ্ন পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। প্রতি বৎসর বিদ্যালয় ও এলাকাবাসী ২৫শে নভেম্বর তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করেন।

সর্বময় এই মহান ব্যক্তি ও এই বিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী যাদের প্রয়ান হয়েছে তাদের আত্মার মাগফেরাত ও বিদ্যালয়ের সার্বিক কল্যাণ কামনা করি।

কবির ভাষায় বলা যায় ---

"নিঃশ্বেষে প্রাণ, যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

লেখক-
জনাব রোকেয়া খাতুন
সহকারী প্রধান শিক্ষক (প্রতিষ্ঠাতার কনিষ্ঠ কন্যা)
গোদনাইল উচ্চ বিদ্যালয়